দৈনিক খবর

তারিখ ...23 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... ...কলাম ... ৫ ...

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তুমুল বাক-বিতন্ডা

অধ্যাদেশটি বৈধ, তবে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের পরিপন্থী ঃ ভিসি

।। খবর রিপোর্ট ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিবারের উচ্চ পর্যায়ের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে গতকাল সোমবার তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়েছে এবং বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ '৯০ বৈধ। তবে তা '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের পরিপন্থী।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য উপাচার্য গতকাল দুপুরে প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি, ডীন, প্রভোষ্ট, শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দসহ উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের এক সভা আহবান করেন। উপাচার্যের

২-এর পাতায় দেখুন

অধ্যাদেশটি বৈধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে ও উপ-উপাচার্যের উপস্থিতিতে দুপুর ১২টায় এ সভা শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য গত রোববার একটি জাতীয় দৈনিকের মতামত কলামে একটি লেখা লিখেছেন এবং তাতে তিনি বলেছেন, ষাট দশকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের এ্যাকটিভিষ্টদের কেউ কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বর্তমান অধ্যাদেশের প্রণেতা। গতকালের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে একজন শিক্ষক উপ-উপাচার্যের কাছে জানতে চান, প্রণেতাদের নাম কি? এ প্রশ্নের সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদের একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কটাক্ষ উক্তির কারণে উপ-উপাচার্যের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গ শেষ হয়।

বন্ধ না খোলা-?

সভার শুরুতে শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, সরকারী বন্ধের নির্দেশ পাবার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেজিস্টারের মাধ্যমে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অফিসকে বন্ধ সম্পর্কে কিছু জানায়নি। নিয়ম অনুযায়ী জানানোর কথা। এবং না জানানোর কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কি খোলা না বন্ধ? আজকের এ' সভা অনুষ্ঠানও কি অধ্যাদেশ অনুযায়ী বৈধ?